12

ভোরের কাগজ
তারিখ 14 JUN 1998
পৃঃ ৮ কলাম ২

ব্রজমোহন কলেজের হালচাল ৪

দক্ষিণ বাংলার সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বয়স আজ ১০৯ বছর। বিএম কলেজ নামে সারা দেশের শিক্ষিতমহলে সমধিক পরিচিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শত বছরের দীর্ঘ পরিক্রমায় ঘটেছে অনেক পরিবর্তন, যোগ হয়েছে অনেক নতুন অধ্যায়। ১৮৮৯ সালে পিতা ব্রজমোহন দত্তের নামে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত যখন কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন তখন এর পরিসর ছিল অনেক সঙ্কীর্ণ। ছাত্রছাত্রীও ছিল কম। অথচ বর্তমানে মোট ১৬২ বিঘা জমির ওপর সম্প্রসারিত হয়েছে কলেজটির কলেবর। ১৭টি বিষয়ে অনার্স ও ১৯টি বিষয়ে মাস্টার্স চালু হওয়া কলেজটিতে এখন পড়াশোনা করছে প্রায় ১৫,০০০ ছাত্রছাত্রী। এ সবই সুখের কথা। আশার কথা। কিন্তু এতোসব সুখের কথার বিপরীতেই যেন রয়েছে হাজারো সমস্যা। বলা যায়, সমস্যার অক্টোপাস ঐতিহ্যবাহী এ কলেজটিকে আঁকড়ে ধরে আছে। বিশেষ করে শিক্ষক সঙ্কট, কর্মচারী স্বল্পতা, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের আবাসন সমস্যা, পরিবহন ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা ইত্যাদির মতো অসংখ্য সমস্যায় কলেজটি আজ জর্জরিত। সম্প্রতি সরজমিনে বিএম কলেজ পরিদর্শন করেছেন আমাদের বরিশাল প্রতিনিধি ***কামাল মাছুদুর রহমান***। কথা বলেছেন অনেকের সঙ্গে। জেনেছেন নানা তথ্য। সরজমিন পরিদর্শন ও সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ভোরের কাগজের পাঠকদের জন্য বিএম কলেজের নানা সমস্যার কথা নিয়ে তিনি তৈরি করেছেন ছয় পর্বের এই ধারাবাহিক প্রতিবেদন।

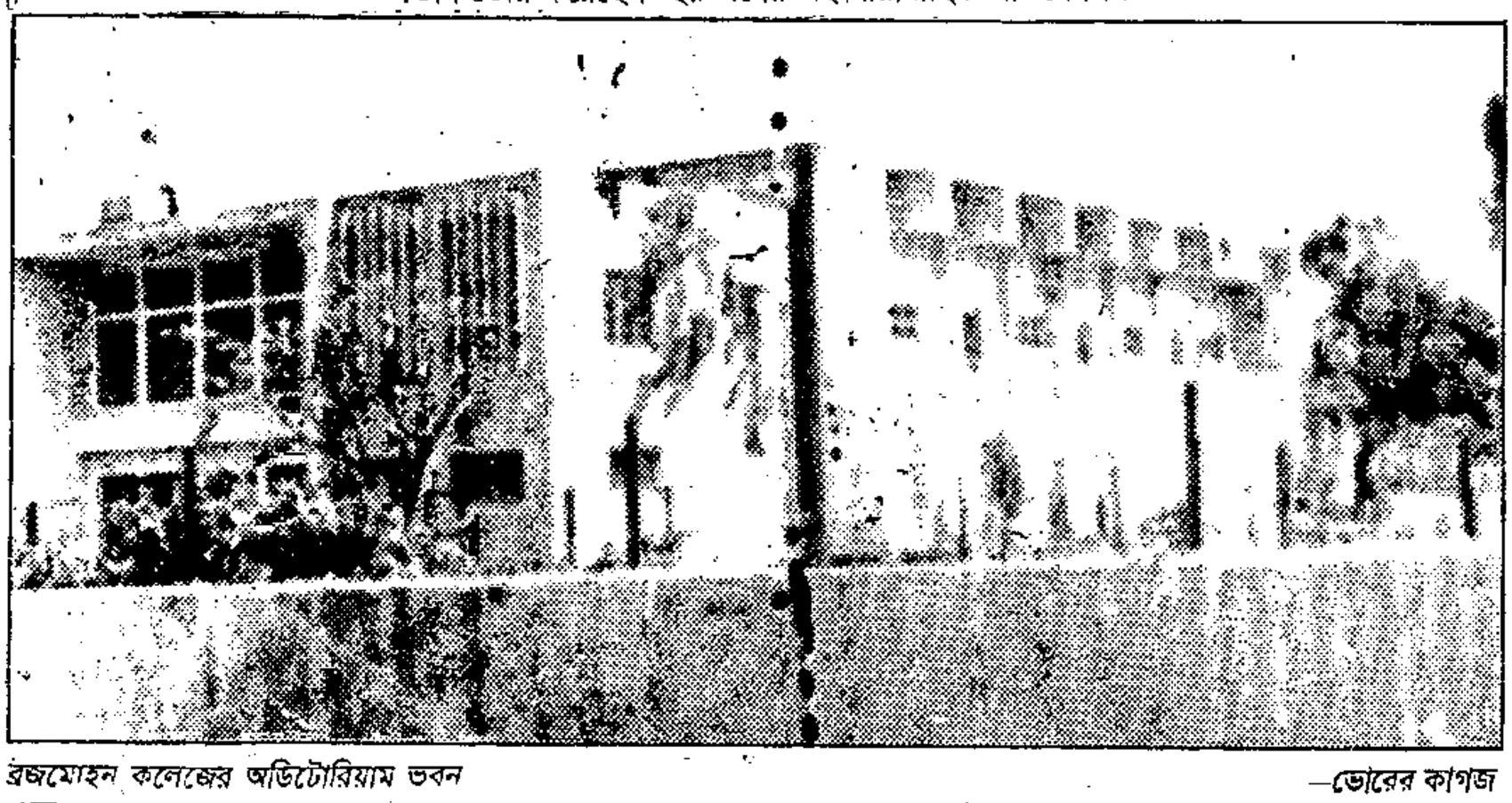

ব্রজমোহন কলেজের অডিটোরিয়াম ভবন —ভোরের কাগজ

কলেজের সুরেন্দ্র ভবন ছাত্রাবাস ও এর জমি নিয়ে মামলা চলছে। জরাজীর্ণ ভবনটি যেকোনো সময় ধসে পড়তে পারে —ভোরের কাগজ

ঝিমিয়ে পড়েছে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন

পরিবহন ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভোগ

কামাল মাছুদুর রহমান : খেলাধুলা সামগ্রীর অভাব, ক্রীড়া শিক্ষকের শূন্যপদ, উপযুক্ত অডিটরিয়ামের অভাব ইত্যাদি কারণে ঐতিহ্যবাহী ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন ঝিমিয়ে পড়েছে। অন্যদিকে পরিবহন সুবিধার অপর্যাপ্ততার কারণে দূর-দূরান্ত থেকে ক্যাম্পাসে আসা ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

এক সময় লেখাপড়ার পাশাপাশি ক্রীড়াঙ্গনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বি এম কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ছিল অসামান্য সাফল্য। জেলা, বিভাগ ও প্রাদেশিক পর্যায়ে ক্রীড়া ক্ষেত্রে এ কলেজের ছাত্রছাত্রীরা একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিল। ফুটবল, ভলিবল, ওয়াটারপোলো, লন টেনিস, সাঁতার ইত্যাদি খেলাধুলায় ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত অংশগ্রহণ করতো। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ক্রমেই ঝিমিয়ে পড়তে থাকে কলেজের ক্রীড়াঙ্গন। বর্তমানে কলেজে নেই কোনো ক্রীড়া বা শরীরচর্চা শিক্ষক। এখানে নেই কোনো শরীরচর্চার ব্যবস্থা। কলেজের পুরোনো ক্যাম্পাসে পুকুর পাড়ের জিমনেসিয়ামটি ১৯৬৫ সালে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। পরবর্তী সময়ে এটি আর পুনর্নির্মাণ করা হয়নি।

বি এম কলেজের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অবস্থাও একই রকম। বলা যায়, চার বছর ধরে কলেজটিতে কোনো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নেই। বার্ষিক সাহিত্য সপ্তাহও পালিত হচ্ছে না। কলেজের কোনো ছাত্র সংসদ না থাকায় এমনটি ঘটছে বলে কলেজের একাধিক শিক্ষক মন্তব্য করেছেন। ১৯৯৩ সালে সর্বশেষ কলেজের বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর আর কোনো ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়নি। কলেজে একটি অডিটরিয়াম থাকলেও সেখানে শব্দ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই। ফলে অডিটরিয়ামে নাটক, গান ইত্যাদি করতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নানা ঝামেলা পোহাতে হয়।

উত্তরণ ও ব্রজমোহন থিয়েটার নামে দুটি নাট্য সংগঠন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কলেজের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে কিছুটা হলেও বাঁচিয়ে রেখেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় কলেজের যেসব ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী শহীদ হয়েছিলেন তাদের নামে স্মৃতিস্তম্ভ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়নি। বি এম কলেজের ৪০ জন নবীন ছাত্রছাত্রীর নিজস্ব প্রচেষ্টায় এবং ব্যক্তিগত অর্থে গত মার্চ মাস থেকে কলেজে 'চিরহরিৎ' নামে সর্বপ্রথম মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশনাটি এরই মধ্যে বরিশালের সর্বত্র জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা উদ্যোক্তা তরুণ-তরুণীদের এ প্রশংসনীয় চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছে।

পরিবহন সমস্যা

কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পরিবহনের জন্য রয়েছে তিনটি বাস। ৫২ সিটের দুইটি এবং ৩৪ সিটের একটি। বড়ো বাস দুটির একটি ঝালকাঠী জেলা শহর ও অপরটি দোয়ারিকা ঘাট পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী আনা-নেওয়া করছে। ৩৪ সিটের বাসটি শহরতলী তালতলী পর্যন্ত গিয়ে টাউন সার্ভিসে ছাত্রছাত্রী পরিবহন করছে। বড়ো বাস দুটি প্রায়ই নষ্ট থাকে। বাস চালানোর জন্য স্থায়ী কোনো ড্রাইভার বা হেলপার নেই। মাস্টাররোলে অতি সামান্য বেতনে ড্রাইভার ও হেলপার রেখে পরিবহন কাজ চালানো হচ্ছে।